প্রথম আলো
রোববার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১২

গ্রামীণফোন-প্রথম আলো ইন্টারনেট উৎসব

গাজীপুরের রানী বিলাসমণি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়ে গতকালের উৎসবে ইন্টারনেট ব্রাউজ করে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয় আই-জিনিয়াস প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা ● ছবি : প্রথম আলো

‘আলোর মুখ দেখলাম’

গাজীপুর প্রতিনিধি ●

‘আগে মুঠোফোনে শুধু গেমস খেলতে পারতাম। এ উৎসবে এসে ইন্টারনেটের সঙ্গে পরিচিত হয়ে মনে হচ্ছে, অন্ধকার থেকে আলোর মুখ দেখলাম।’ গ্রামীণফোন-প্রথম আলো ইন্টারনেট উৎসবে যোগ দিয়ে এভাবেই প্রতিক্রিয়া জানাল গাজীপুর সিটি কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র মিরাজুল কাদির।

‘এসো পৃথিবীর পাঠশালায়’—বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রতি এই আহ্বানে গতকাল শনিবার গাজীপুরের রানী বিলাসমণি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয় মাঠে এই উৎসব হয়। এতে মিরাজুলের মতো প্রায় তিন হাজার শিক্ষার্থী অংশ নেয়।

উৎসবে অংশ নিতে গতকাল সকাল থেকেই শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আসতে থাকেন। সকাল আটটায় নিবন্ধন শুরু হয়। সকাল নয়টায় জাতীয় সংগীতের সঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় উৎসব। উদ্বোধনী বক্তৃতায় রানী বিলাসমণি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. ইদ্রিস আলী বলেন, দেশের প্রতিটি গ্রামে এমন শিক্ষামূলক উৎসবের আয়োজন করতে হবে। তা হলে শিক্ষার্থীরা তাদের জ্ঞানের ভান্ডার সমৃদ্ধ করতে পারবে।

গ্রামীণফোনের ময়মনসিংহ অঞ্চলের ব্যবস্থাপক আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘লেখাপড়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কেও জানতে হবে। তবেই পৃথিবীতে এগিয়ে চলা যাবে, না হলে আমাদের পিছিয়ে পড়তে হবে।’

বন্ধুসভার কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পর্ষদের সাধারণ সম্পাদক সাইদুজ্জামান বলেন, ‘ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন একটি প্রজন্ম গড়ে উঠেছে। আমরা তাদের বলছি ইন্টারনেট প্রজন্ম। ইন্টারনেট উৎসবের মধ্য দিয়ে এই প্রজন্মের সদস্যসংখ্যা বাড়ছে। এরাই একদিন গড়ে তুলবে একটি আধুনিক বাংলাদেশ।’

উৎসবে গাজীপুরের ১৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে প্রাথমিকভাবে ৫০ জনকে বাছাই করা হয়। তাদের নিয়ে হয় আই-জিনিয়াস প্রতিযোগিতা। এদের মধ্যে আই-জিনিয়াস নির্বাচিত হয় গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র নাইমুল হক। নাইমুল বলে, ‘আই-জিনিয়াস হব, ভাবতে পারিনি। খুব ভালো লাগছে।’

এরপর পৃষ্ঠা ২১ কলাম ৬

‘আলোর মুখ দেখলাম’

শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রতিযোগিতার বাইরে থাকা শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের মাঠে স্থাপিত ‘হ্যাপিনেস মেশিন’ ও ‘ম্যাজিক জোন’ উপভোগ করে। উৎসবে অংশ নিয়ে ফরিদা ইয়াসমিন বলে, ‘ইন্টারনেট বলতে আগে শুধু ফেসবুকই বুঝতাম। এখন জানতে পারলাম, গুগল বা অপেরা মিনি ব্যবহার করে কীভাবে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের খবর জানা, পত্রিকা পড়া ও ই-মেইলের মাধ্যমে দেশ-বিদেশে তথ্য আদান-প্রদান করা যায়।’

উৎসবে বক্তৃতা করে গাজীপুরের গত বছরের আই-জিনিয়াস সুব্রত সাহা, এমারত হোসেন, মাসুদ রানা প্রমুখ।

উৎসবে রানী বিলাসমণি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয় ছাড়াও ভাষাশহীদ আবদুল জব্বার আনসার ভিডিপি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সফিপুর আইডিয়াল পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, গাজীপুর সরকারি মহিলা কলেজ, গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড উচ্চবিদ্যালয়, গাজীপুর সিটি কলেজ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কলেজ, জয়দেবপুর বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, গোলাম নবী পাইলট উচ্চবিদ্যালয়, এইচ এম আরিফ কলেজ ও ডুয়েট উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়।

এ বছর সারা দেশে ১২০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গ্রামীণফোন-প্রথম আলো ইন্টারনেট উৎসব করার সিদ্ধান্ত হয়। গ্রামীণফোন ও *প্রথম আলোর* যৌথ আয়োজনে এই উৎসবের সহযোগী হিসেবে রয়েছে সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) কর্মসূচি। সহায়তা দিচ্ছে গুগল, অপেরা, নকিয়া, ফেসবুক, চ্যানেল আই ও রেডিও ফূর্তি। উৎসবের ব্যবস্থাপনা সহযোগিতা করছে এশিয়াটিক ইভেন্ট মার্কেটিং লিমিটেড। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন প্রথম আলো বন্ধুসভার গাজীপুর ও কালিয়াকৈরের বন্ধুরা।

আজ উৎসব হবে কক্সবাজার সরকারি মহিলা কলেজ ও বগুড়ার আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন পাবলিক স্কুল ও কলেজে।